মুনিবর বসিষ্ঠ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথা অনুসারে নিখিল ত্রিভুবনের লোকের হিতার্থে ঘুরতে লাগলেন।

—"বেষং ভাবং শরীরঞ্চ কৃত্বা ধর্ম্মে নিয়োজনম্।
বিচরত্যেষ লোকাংস্ত্রীনপ্রমত্তঃ প্রসন্নধাঃ।।"
—কালিকাপুরাণ

অর্থাৎ, যুগ-গুণারূপ শরীর বেশ ভাবাদি করে সকলকে ধর্মকার্য্যে তৎপর করত অপ্রমত্তভাবে প্রসন্নচিত্তে বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী ত্রিলোকে বিচরণ করেন।

(সহায়ক গ্রন্থ : কালিকাপুরাণ)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

একদিন দিব্যভাবে বিভোর হয়ে সিদ্ধান্ত ঠাকুর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরলীলা দর্শনাবেশে দেখলেন শ্রীসারদাদেবী পরমহংসদেব কে বলছেন—আঃ কী যে কর বাপু বুঝি না, আমি তোমার চেয়ে কত ছোট তা ছাড়া তুমি আমার স্বামী। মেয়েদের স্বামীই জগতের একমাত্র গুরু; সে যদি তার স্ত্রীর পায়ে ফুলচন্দন দেয়, তবে লোকে বোলবে কি? আমার কত লজ্জা হয় বোঝ না? আর সত্যি বোলতে কি, তুমি বাপু আমার পায়ে হাত দিলে আমি যেন একেবারে জড় হোয়ে যাই, আমার বাকশক্তি লোপ পায়, সর্ব্ব অঙ্গ যেন বরফের মত হিম হোয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন শরীরে ভর করে; আমার মনে হয় তোমার মা, ভবতারিণীই আমার গায়ে গা মিশিয়ে দেন, আমার বাপু, সে সময় বড্ড ভয় করে, তাই বলছি, তুমি আমার পায়ে ফুল চন্দন দিওনা, আমার পাপ হবে।

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

রামকৃষ্ণদেব ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন—তুমি ত নিজেই বোল্‌ছো—মা ভবতারিণী তোমার অঙ্গে ভর করে—তাহলেই বুঝতে পারছ আমি তোমার পূজা করিনা—আমি জীবন্ত ভবতারিণীরই পূজা করি। তুমি সেই আদ্যাশক্তি মা ভগবতী।

আমি কিছুতেই তোমার কথা বুঝতে পারি না বাপু—আমি যদি সেই আদ্যাশক্তি, তবে আমি তোমার বৌ হোয়ে এলুম কেন? আর স্ত্রীর পাওনা দেনার জন্যই বা কেন আশা জাগে? কেন আমি বুঝতে পারিনা? নিজেকে সেই আদ্যাশক্তি বোলে চিনতে পারিনা? তোমার আদ্যামা—তোমার নাম ধোরে ডাকেন ছেলের মত স্নেহ করেন, কিন্তু আমি তা পারি না কেন? জোর কোরে ত ঠাকুর হওয়া যায় না। তুমি সবারই প্রণাম নিতে পার আমি তা পারি না। তুমি মায়ের কথা যেমন মেঠো কথায় বোঝাতে পার—আমি তা পারিনা কেন? মা ভবতারিণী তোমার সব কথারই উত্তর দেন কিন্তু আমাকে তা দেন্‌না—তাহলে আমি তোমার আদ্যা মা কেমন কোরে হলুম? মায়া বা আকর্ষণ থাকলে কী মা ভবতারিণী হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

এই বোলতে বোলতে শ্রীমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পোড়তে লাগলো এবং ব্যাকুল হোয়ে রামকৃষ্ণদেবের পায়ে গড়িয়ে পোড়লেন—

রামকৃষ্ণদেব সজল চোখে উত্তর দিলেন—এই রকমইত মায়ের লীলা—কখনও বৌ সাজে, কখনও বর সাজে। যখন তোমার অঙ্গে মা ভবতারিণী ভর করে তখন তুমি আদ্যা মা—আবার যখন তোমার বাস্তব জগতের ভার আর ভাবনা আসে তখন তুমি কুলবধূ; তখন ত তোমার কাছে আমি আসিনা বাপু—যখন তোমার অঙ্গে মা ভবতারিণী আসে, তখনই আমি তোমার পায়ে ফুলচন্দন দিই—তুমিও আবার সে সময় কোন বাধাই দিতে পার না। তোমাতে আমাতে শুধু এই টুকুই তফাৎ যে—আমি সমস্ত সৃষ্টিকে সব সময়েই মা বোলে পূজা করি—আর তুমি, কখন এ জগতের মা হোয়ে নীচে নামতে পার আবার কখনও বা ওপরে উঠে জগৎমাতা হও। আমার কাছে তুমি দুই জগতের মা।